দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল

পাঁচটি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল সম্পর্কিত খবর আছে পত্রিকান্তরে। অভিযোগ হচ্ছে—১ জুলাই এ স্কুলগুলি বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও নোয়াখালীতে চালু হবার কথা ছিল। কথা ছিল একশ ছাত্র ভর্তি হবার এবং এ সকল স্কুলে ডিপ্লোমার চেয়ে নিম্নমানের একটি কোর্স চালুরও কথা ছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৮ জুন নাকি এ ব্যাপারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশ কেন কার্যকরী হচ্ছে না তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুলের প্রশ্নটি আদৌ নতুন নয় এবং দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। উল্লেখ্য যে মরহুম জিয়াউর রহমানের আমলে প্রকল্পখাতে এ ধরনের ৮টি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। কিছুদিন এ স্কুলগুলি চালু ছিল। গত ৭/৮ বছর যাবৎ এ স্কুলগুলি বন্ধ আছে। কারণ দেখানো হয়েছে রাজস্বখাতে নয় বলে এ স্কুলগুলির জন্য স্থায়ী অর্থ বরাদ্দের কোন সূত্র নেই। বিদেশী সাহায্যের টাকায়ই এ স্কুলগুলি চালু হয়েছিল। দ্বিতীয়ত এ স্কুলগুলির শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। তাদের অভিযোগ সকল সাজ–সরঞ্জাম এবং সকল ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যতীত এ ধরনের স্কুলে শিক্ষাদান চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে কোন কাজে আসে না। এতে হাতুড়ে চিকিৎসক সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও সম্প্রতিকালে সরকার বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলে এ ধরনের স্কুল চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা হ্রাস পায় এবং উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে ফরিদপুর, কুমিল্লা ও বগুড়ায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এই জেলা শহরের তিনটি মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে।

তবে জেলায় জেলায় মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল বন্ধ হয়ে যাবার পরেও নতুন করে এ ধরনের স্কুল চালু রাখার নির্দেশ নিশ্চয়ই তাৎপর্যবিহীন বা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আবার সরকারীভাবে এ ধরনের মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল বন্ধ করে দেয়া হলেও দেশের একাধিক জেলা শহরে এ ধরনের স্কুল চালু আছে বে–সরকারী উদ্যোগে। তাদের প্রত্যাশা এ ধরনের স্কুল সরকার একদিন গ্রহণ করবেই এবং এর পরে ৮ জুন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এমন একটি নির্দেশ যাবার পরেও কেন পাঁচটি জেলায় ৫ মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট স্কুল চালু হল না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত প্রকৃত পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা। লেখাপড়ার ব্যাপারে এ ধরনের অনিশ্চয়তা বাঞ্ছনীয় নয়।